যায়যায়দিন

তারিখ ০7 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে ভিসি

রোটন-হেলালকে মুক্তি দেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত সরকারের

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

কারাবন্দি দুই ছাত্রনেতা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ হায়দার চৌধুরী রোটন এবং ছাত্রদল সভাপতি আজিজুল বারী হেলালকে মুক্তি দিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গতকাল রাতে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এস এম এ ফায়েজ এ কথা জানান সাংবাদিকদের।

রোটন ও হেলালের মুক্তি দাবিতে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত ছিল। রোটনের মুক্তির দাবিতে ছাত্রলীগ সমর্থিত মানবাধিকার সচেতন শিক্ষার্থীরা গতকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করেছে। সারাদিন তারা ভিসি অফিস ঘেরাও করে রাখে। সংগঠনের সভাপতির মুক্তির দাবিতে ছাত্রদলও বিক্ষোভ মিছিল এবং ভিসি অফিস ঘেরাও করে। সারাদিন ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পৃ ১১ ক ৮

রোটন-হেলালকে মুক্তি দেয়ার নীতিগত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রাতে ক্যাম্পাসে প্রবেশের সব পথ বন্ধ করে দেয় পুলিশ।

দুই ছাত্র সংগঠন আজ পৃথকভাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও করার ঘোষণা দিয়েছে।

হেলাল ও রোটনের মুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য ভিসি এস এম এ ফায়েজ গতকাল রাত ১০টায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে বসেন। এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) আবদুল মতিন, শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ভিসি এস এম এ ফায়েজ গতকাল সকালেও প্রধান উপদেষ্টার অফিসে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দুই নেতার মুক্তির বিষয় ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টার অফিস থেকে ফিরে ভিসি সাংবাদিকদের বলেন, দুই নেতার মুক্তির বিষয়ে সরকারের মনোভাব ইতিবাচক। তাদের মুক্তি এখন সময়ের ব্যাপার।

মঙ্গলবার রাতে শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমানের সঙ্গে ভিসি আলোচনায় বসলে তিনিও দ্রুত দুই নেতার মুক্তির আশ্বাস দেন।

গতকাল দুপুর ১২টার মধ্যে রোটনের মুক্তি না হওয়ায় সাড়ে ১২টায় ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল শেষে ছাত্রলীগ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশ করে। সমাবেশে রোটনের মুক্তির দাবিতে আজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

সমাবেশ শেষে তারা ভিসি অফিস ঘেরাও করে। ভিসি এস এম এ ফায়েজের সঙ্গে তাদের দফায় দফায় বৈঠক হয়। ভিসি রোটনের মুক্তির বিষয়ে আশ্বাস দেন।

আর দুপুর ১টায় ছাত্রদল মধুর ক্যান্টিন থেকে মিছিল বের করে। মিছিল শেষে তারা ভিসি অফিস ঘেরাও করে। ভিসির সঙ্গে ছাত্রদল নেতাদের বৈঠক হয়।

রাত সাড়ে ৮টায় ছাত্রদল এবং রাত ১০টায় ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে পৃথকভাবে আবার মিছিল করে। মিছিল থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচিতে সবার অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। পরে তারা আবারো ভিসি অফিস ঘেরাও